অর্থঃ «সকল মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই» [সূরা হুজুরাতঃ১০], সাহাবাগণ ﵃ এর মাঝে এই দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের-ই বাস্তব রূপ দেখা গিয়েছিলো। হামজা আল-কুরাইশি, বিলাল আল-হাবশী ও সুহাইব আর-রুমীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলো ইসলাম, দেশ নয়।

সাত) দেশাত্মবাদ একটি জাহেলী আসাবিয়াত:

বর্ণ, বংশ, জাত, দেশ, মাজহাব (মতবাদ) ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা সব ধরনের জাহেলি পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে ইসলাম লড়াই করেছে। আর নিশ্চয় এসব জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদের আহ্বান ইসলামের আহ্বান নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀ বলেনঃ «যে কেউ কোনো বংশধারা, স্বদেশ, জাতিসত্তা, পথ ও পন্থা ইত্যাদির জন্য কুরআন ও ইসলামের দাবি ও আহ্বান থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে সেটাই হচ্ছে জাহেলিয়াতি কাজ» [মাজমূউল ফাতওয়া] স্পষ্টত জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদের ধ্বজাধারীরা পক্ষপাতদুষ্ট জাতীয়তা ও জাহেলি দেশাত্মবাদী চেতনার দিকেই আহ্বান জানায়। আর তাদের কাছে গর্বের বিষয় হলো তাদের ভাষা ও রাস্ট্র। অথচ ইসলাম তাদের থেকে ও তাদের কুফরি কার্যক্রম থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

কিছু সংশয় ও তার জবাবঃ

দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ! দেশাত্মবাদীরা সর্বদাই এটি বলে বলে ফিতনা ছড়ায়। তার সাথে সুর মিলিয়ে বলে, দেশমাতৃকার জন্য লড়াই করে মৃত্যুবরণকারী শহীদ! এছাড়াও আরো অনেক সংশয়মূলক কথাবার্তায় তারা নাগরিকদের কান ভারি করে।

এসব সংশয়ের জবাবে আমরা বলবোঃ

«দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ» কথাটি কোন হাদিস তো নয়ই, কোন সাহাবী বা তাবিঈর কথাও নয়। এর সনদ ও মতন দুটাই বাতিল। তার উপর এটি শরীয়তবিরোধী এক ভিত্তিহীন কথা। অতএব দেশপ্রেমকে ইমানের কষ্টিপাথর বা ইমানের অংশ বানানো আল্লাহর ﷻ শরীয়ত নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার সামিল। আচ্ছা, দেশপ্রেম যদি ইমানের অংশ হয় আর দেশ যদি হয় দারুল কুফর, তখন মুসলিম নাগরিকের কি হবে! সে কি দেশকে ভালোবাসার অংশ হিসেবে কুফরিকেই ভালবাসবে!?

তাদের আরেকটি সংশয় «স্বদেশ প্রতিরক্ষায় মৃত্যু বরণকারী শহীদ» এ কথাটিও সুস্পষ্ট বানোয়াট কথা। কারণ, এটি যদি সত্য ধরে নিই, তবে আমরা মুসলিমরা ও দেশরক্ষায় অংশ নেওয়া কাফেররা তো সমান হয়ে গেলাম! তাদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য কি থাকলো!

রাসুল ﷺ এর হাদিস অনুসারে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করে নিহত হলো সে-ই শহীদ। আর তারা একটি উদ্ধৃতি দেয়- «যে তার ভুখন্ড রক্ষায় মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ» অথচ এটি একটি হাদিসের সাথে যুক্ত করে দেওয়া অতিরিক্ত বানোয়াট অংশ। হাদিসটি হলো-

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থঃ «যে তার মাল রক্ষার্থে মারা যায় সে শহীদ। যে নিজ প্রান রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করার জন্য নিহত হয়, সেও শহীদ। এবং যে তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ» [হাদিসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাওদ, নাসাঈ ও তিরমিজি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন] কিন্তু অতিরিক্ত ঐ অংশটুকু আমরা হাদিসের কিতাবসমূহের কোথাও খুঁজে পাই নি!

আর যদি তর্কের স্বার্থে এটিকে সহীহ ধরে নিই, তাহলে বলবো- যে ভুমির জন্য লড়াই করে নিহত হলে শহীদ বলে বিবেচিত হবে, সেটি হতে হবে আল্লাহর ﷻ শরিয়ত দ্বারা শাসিত দারুল ইসলাম। আর দারুল ইসলামে আক্রমনকারী শত্রুদের সাথে মুজাহিদগণ লড়াই করবে ঐ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ﷻ বিধান রক্ষায়, ভূখন্ডের জন্য নয়। কারণ, এই ভুখন্ড যে কোন সময় কুফরি আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে দারুল ইসলাম থেকে দারুল কুফর, রিদ্দা ও হারবের ভূমিতে রূপ নিতে পারে; যেমনটি আমরা বর্তমানে অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি।

দৃষ্টি-আকর্ষণ ও নসিহাঃ

একটা বিষয় না বললেই নয়। সেটা হল, মানুষ যে ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে ওঠে তার প্রতি স্বভাবতই অকৃত্রিম টান ও ভালোবাসা থাকে । এটা প্রকৃতিগত ভাবেই সৃষ্ট ভালোবাসা যা কেউ অস্বীকার করে না। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী ﷺ কে সম্বোধন করে বলেনঃ

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

অর্থঃ «আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব (সালাতে) তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও» [সূরা বাকারাঃ ১৪৪], এখানে, «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» আয়াতাংশের অর্থ হলো- আমি আল-বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কিবলা পরিবর্তন করে তোমার পছন্দনীয় ও কাঙ্ক্ষিত কেবলার দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দিবো। [তাফসিরে তাবারী], এই পরিবর্তিত কেবলা হলো মক্কা যার সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছেনঃ

«مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ»

অর্থঃ «হে মক্কার ভূমি, তুমি কতই না পবিত্র! তুমি আমার নিকট কতই না প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি আমাকে তোমার থেকে বের না করতো তবে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না» [তিরমিজি, সহীহ হাদিস], এটা ছিলো জন্মভূমির প্রতি রাসুলের ﷺ অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

এটাসহ অন্যান্য স্বভাবজাত ভালোবাসা কোন নিন্দিত বিষয় নয়। তবে শর্ত হলো এটা যেন বৈধ সীমা অতিক্রম না করে এবং আল্লাহর বিধিনিষেধ মান্য করার পথে বাঁধা না হয়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

অর্থঃ «হে নবী আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না» [সূরা তাওবাঃ ২৪], অতএব, মানুষের আপন সত্তা, পরিবার-পরিজন, সম্পত্তি ও বাসস্থানের প্রতি সৃষ্ট ভালোবাসা হলো স্বভাবজাত ভালোবাসা যা বৈধ সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত শরিয়তে হারাম নয়। আর এটা তখনই বৈধ সীমা অতিক্রম করবে যখন এসব কিছুর ভালোবাসা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসুলের ﷺ চেয়ে বেশি হবে এবং আল্লাহর ﷻ রাহে জিহাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

একইভাবে হিজরতের পথেও যেন এসব পার্থিব ভালোবাসা বাঁধা না হয়। কারণ, কোন মুসলিম তার বাসভুমিতে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হলে শরিয়তের নির্দেশ হলো, সে যেন সেখান থেকে হিজরত করে; যদিও সেটা তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হয়। শ্রেষ্ঠ মানব ﷺ ও শ্রেষ্ঠ শতাব্দীর সাহাবিগণও ﵃ আল্লাহর আদেশে এই হিজরতের বিধান পালন করেছেন। যখন তাঁরা প্রিয় মক্কার ভুমি, অর্জিত সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে নতুন অপরিচিত মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে না ছিলো তাঁদের পরিবার না ছিলো কোন সম্পত্তি! কেন তাঁরা মদিনায় হিজরত করে ছিলেন? কারন, মদিনা ছিলো দারুল ইসলাম ও ইসলামিক রাস্ট্র।

আজ ইরাক ও শামসহ বহু অঞ্চলে খিলাফা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা মুসলিমদেরক প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং খিলাফার ভূমিসমূহ হিজরত ও জিহাদের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে, কুফরি রাস্ট্রসমূহে বসবাসরত যেমন, আরব রাস্ট্রসমূহ ও ইসলামী নামধারী অন্যান্য রাস্ট্রের সকল মুসলিমদের উপর স্ব-স্ব ভুমি ত্যাগ করে দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

দারুল কুফরে অবস্থান করে দুর্বলতার অজুহাত তাদের কোন কাজে আসবে না। এধরনের অভিযোগ পেশকারিদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ «যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ-হরণের সময় ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলবে, 'দুনিয়ায় (দারুল কুফরে) আমরা দুর্বল অসহায় ছিলাম।' ফেরেশতাগণ বলবে, 'তোমাদের জন্য কি আল্লাহর এ যমিন প্রশস্ত ছিল না?' তোমরা ইচ্ছা করলে হিজরত করে সেখানে চলে যেতে পারতে। এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!» [সূরা নিসাঃ ৯৭] যারা আপন বাসভূমির মায়ায় পড়ে হিজরত না করে বসে ছিলো, তাদের ব্যাপারে এই কঠিন সতর্কবাণী। তাহলে যারা দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল কুফরে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের কি হবে! যেমনটি করেছিলো নামধারী কিছু মুসলিম, যারা দাওলাতুল ইসলামের অঞ্চলগুলো ত্যাগ করে ক্রুসেডার, সেকুলার ও রাফেদিদের নিয়ন্ত্রিত দেশ ও অঞ্চলসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। তারা কিয়ামতের দিন কি জবাব দিবে আল্লাহর ﷻ সামনে?!

মুসলিমদের জন্য আমরা আল্লাহর ﷻ কাছে হেদায়াত কামনা করি, তারা যেন কুফরি রাষ্ট্রসমূহ ত্যাগ করে ইসলামী খিলাফার ভূমিতে হিজরত করে আসে।
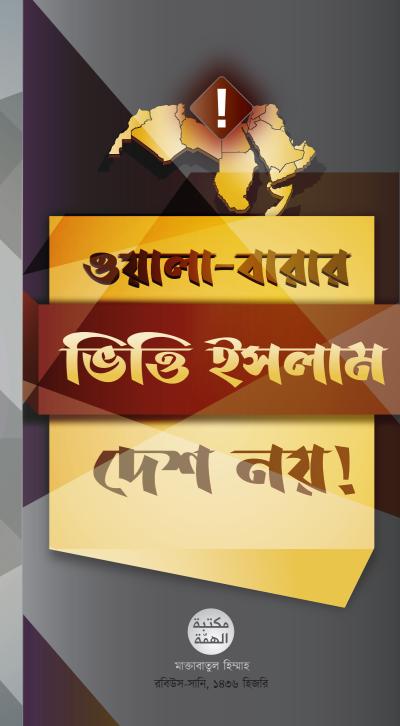
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ﷻ জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ ও তাঁর অনুসারীদের উপর। অতঃপর: নব্য মনস্তাত্ত্বিক ক্রুসেডের মাধ্যমে কিছু মানুষের মনে তাদের অজান্তেই এমন কিছু ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করা হয়, যা তাদের দ্বীনের সর্বনাশ করে এবং ইসলামি সমাজ এমন কি পুরো মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। তাদের হৃদয়ে শেকড় গেড়ে বসা এসব ধ্বংসাত্মক চেতানার নিকৃষ্টতম হলো "দেশাত্মবাদ"।

দেশাত্মবাদ ও এর উৎপত্তি:

দেশাত্মবাদ শব্দটি দেশ থেকে উদ্ভূত। আর দেশ হলো সেই বাসস্থান যেখানে আপনি বসবাস করেন। কোন মানুষ যে অঞ্চল বা এলাকায় আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে সেটাই তার দেশ।

'দেশাত্মবাদ' ধারণাটির উৎপত্তিস্থল ইউরোপ। আঠারো শতকের শেষ ভাগে ইউরোপের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মাঠে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পরে সমাজ কাঠামো আমূল পালটে যায়। ফলে প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থডক্স ও আরমান ইত্যাদি খৃস্ট মাজহাব কেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলো জাতীয়তা ও ভৌগলিক অবস্থান ভিত্তিক সম্প্রদায়ে রুপান্তরিত হয়। এসময় সৃষ্টি হয় জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্মবাদী রাস্ট্রসমূহের। ঐ সময়ে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ রাস্ট্রসমূহ তাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতাকেই বেছে নেয়। এ বিপ্লবের মূল কারণ ছিলো- গির্জা কর্তৃপক্ষের জুলুম-অত্যাচার, পোপদের দুর্নীতি, ধর্মের নামে শাসকের জোর-আধিপত্য আর ধর্মীয় মতবাদকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রক্তক্ষয়ী সংঘাত যার ফলে বিপুল অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের মূল্য দিতে হয়েছিলো।

অতপর, দেশাত্মবাদ হলো 'দেশ' নির্ভর চিন্তা-ধারা, যা একটি চেতনা ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ পেয়ে যায়। আর দেশ হলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড যেখানে এমন কিছু জনগোষ্ঠী বসবাস করে, যারা দেশের সাথে মৈত্রী স্থাপন, দেশের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব ও রাস্ট্র প্রধানের আনুগত্যের ব্যাপারে একাত্মতা পোষণ করে। এই দেশাত্মবোধের উপর ভিত্তি করে দেশের নাগরিকদের কিছু অধিকার থাকে যা অন্য কোন বহিরাগত (বিদেশি) লোকের থাকে না। বিনিময়ে নাগরিকদের রাস্ট্রযন্ত্রের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এবং রাস্ট্রের মিত্রদের সাথে মিত্রতা ও শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হয়।

এই হলো এ যুগের মুসলিমদের ভূমিগুলোতে সেকুলার পশ্চিমাদের অনুপ্রবেশকৃত দেশাত্মবাদের মূল কথা। আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বে দখলদার ক্রুসেডারদের বাহিনী মুসলিদের ভূমিগুলোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এবং মুসলিমদেরকে তাদের মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করে। এর পর তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয় এই দেশাত্মবাদ। যেন মুসলিমদের ওয়ালা-মিত্রতা দ্বীনের জন্য না হয়ে ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিমদের দুর্বল করা, তাদের জনশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া, সর্বোপরি তাদের উপর সহজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

অতপর মুসলিমদের মাঝে এই নিকৃষ্ট দেশাত্মবাদের বীজ ছড়িয়ে পড়ে

। একই দেশের নাগরিক বলে স্বদেশবাসীর সাথে মিত্রতা, আর দ্বীনি ভাই হওয়া সত্ত্বেও ভিনদেশীর সাথে শত্রুতা পোষণ করেই তারা পার করে সুদীর্ঘ কাল। এসময় দেশাত্মবাদ থেকে উদ্ভূত কিছু নিকৃষ্ট পরিভাষার প্রচলনও ঘটে। যেমনঃ- «দ্বীন আল্লাহর জন্য আর দেশ সবার জন্য», «দেশ মৃত্তিকার ঐক্য», «সবার আগে দেশ», «দেশ রক্ষার লড়াই».... ইত্যাদি আরো অনেক কুফরী স্লোগান।

জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকেই দেশাত্মবাদের উৎপত্তি:

উপরের প্রারম্ভিক আলোচনা অনুযায়ী দেশাত্মবাদের অর্থ যদি হয় দেশের প্রতি মিত্রতা তবে জাতীয়তাবাদের অর্থ হলো- জাতির প্রতি মিত্রতা। জাতীয়তাবাদ শব্দটি জাতি থেকে উদ্ভূত। আর কোন লোকের জাতি বলতে তার সম্প্রদায় ও গোত্রকেই বুঝায়। তবে পারিভাষিক অর্থে জাতীয়তাবাদ হলো- একটি সামাজিক বন্ধন যা এমন কিছু জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে যাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বিদ্যমান। যেমন- ভাষা, বর্ণ, বংশ, ইতিহাস... ইত্যাদি।

সুতরাং জাতীয়তাবাদ হলো একটি বিকৃত জাহেলি চিন্তাধারা যা দারুল ইসলামের বিলুপ্তি ও খিলাফা পতনের পর মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে আঘাত হানে। এটি ইসলামি আক্বিদার মূলে কুঠারাঘাত করে একে বিকৃত করে দেয় এবং ঐক্য, মিত্রতা ও সহোযোগিতার জন্য জাতীয়তাবাদকেই ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করায়! যেমন- আরব-জাতীয়তাবাদ, বাঙালি-জাতীয়তাবাদ, আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ, তুর্কী জাতীয়তাবাদ....ও অন্যান্য। আর এই নিকৃষ্ট জাতীয়তাবাদের গর্ভাশয় থেকেই জন্ম হয় ঘৃণ্য দেশাত্মবাদের। অতএব উভয়ের প্রকৃতিও এক, শরীয়তের বিধানও এক।

ইসলামে দেশাত্মবাদের বিধান:

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, দেশাত্মবাদের মানেই হলো ওয়ালা-বারার ইসলামি মৌলিক আক্বিদা অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ ও তাঁর দ্বীনের ওপর ভিত্তি করে শত্রুতা-মিত্রতাকে বিসর্জন দিয়ে দেশাত্মবাদের চেতনার ওপর ভিত্তিতে শত্রুতা-মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা। অতএব প্রমাণিত হলো, নিশ্চয় দেশাত্মবাদ হলো কুফরে আকবার যা ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। যে বা যারাই এই মতবাদ গ্রহণ করবে, এর দিকে আহবান করবে, অথবা এর জন্য কাজ করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। নিচের আলোচনা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

যে সকল কারণে দেশাত্মবাদ কুফরে আকবার:

এক) দেশাত্মবাদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা হয়:

দেশাত্মবাদ হলো একটি বাতিল ধারণা ও জাহেলি মতবাদ যা আল্লাহকে ﷻ বাদ দিয়ে দেশকে মূর্তি ও ত্বাগুত বানিয়ে তার উপাসনা করা হয়। কারণ, এটি মানুষকে কেবল দেশের জন্য কাজ করতে এবং দেশ রক্ষায় যুদ্ধ ও আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য করে। এর জন্যই ঘৃণা ও শত্রুতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শেখায় দেশীয় সীমানার বাইরে থাকা সকল মানুষের প্রতি, যদিও তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়। আর দেশীয় সীমানার মধ্যে থাকা সকলের প্রতি ভালবাসা ও মিত্রতা করতে শিখায়, যদিও তারা নিকৃষ্ট কাফের ও মুশরিক। এভাবে দেশাত্মবাদ একটি বাতিল উপাস্যের ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

অর্থ: «আর কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদেরকে তেমনি ভালোবাসে যেমনি শুধু আল্লাহ ﷻ তাআ'লাকেই ভালবাসা উচিত» [সুরা বাক্বারা- ১৬৫]

দুই) দেশাত্মবাদ "ওয়ালা ও বারা"-এর আক্বিদা বিনষ্ট করে:

কারণ "আলওয়ালা ওয়ালবারা"-এর মূল উদ্দেশ্য হলো- দ্বীনের ভিত্তিতে মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে সম্পর্কচ্ছিন্নতা ও পার্থক্য তৈরী। আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ

অর্থ: «নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনগণ; যারা বিনত হয়ে সালাত পড়ে ও যাকাত আদায় করে» [সুরা মায়িদা-৫৫], তিনি ﷻ আরো বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ «হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও কাফেরদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর» [সুরা মায়িদাঃ ৫৭]

কিন্তু দেশাত্মবাদীদের কাছে মিত্রতার ভিত্তি হলো দেশের বর্ডারে আবদ্ধ ভূমির নাগরিকত্ব, আর শত্রুতার ভিত্তি হলো দেশাত্মবোধ কুফরী চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক সব কিছু। আর বলাইবাহুল্য এটি কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا • ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ «মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি! যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে» [সুরা নিসাঃ ১৩৮-১৩৯]

তিন) দেশাত্মবাদ দারুল কুফর, দারুল ইসলাম ও হিজরত সংক্রান্ত বিধানসমূহ অকারজ করে দেয় :

কারণ, দেশীয় বন্ধন যখন দ্বীনি বন্ধনের উপর কর্তৃত্বশীল হয় তখন এই বিধানগুলো মানুষের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে যায়। শরীয়তের একটি সুনির্ধারিত বিষয় হল, কুফরি আইনে শাসিত দারুল কুফর এবং ইসলামি আইন ও আল্লাহর ﷻ বিধানে শাসিত দারুল ইসলামের হুকুম এক নয়। উভয়ের কিছু স্বতন্ত্র হুকুম আছে। এসব হুকুমহের একটি হুকুম হলো- দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব। কিন্তু দেশাত্ববাদ নামক ধর্মে এসব নিয়ে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ দেশের নাগরিক দেশের মাটি আঁকড়ে ধরবে এবং এর প্রতিরক্ষা করবে; যদিও তার দেশ কুফর, রিদ্দা ও হারবের ভুমি হয়।

চার) দেশাত্ববাদ মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না :

ফলে মুমিন ও কাফের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। কারণ, নাগরিকত্বের ভিত্তিতেই যখন মানুষের সাথে আচরণবিধি ঠিক করা হয়, তখন দ্বীনের ভিত্তিতে মুমিন ও কাফের পৃথক করার উপায় আর অবশিষ্ট থাকে না, অথচ এগুলোই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষকে পৃথক করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শরয়ী মাধ্যম। এভাবে দেশাত্ববাদ মুমিন, কাফের, ধার্মিক, অধার্মিক নির্বিশেষে সকলকে সমমর্যাদার আসনে বসায়। অথচ

এর মাধ্যমে দ্বীনের অনেক অকাট্য দলীলসমূহকে সরাসরি মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। যেমন- আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ • مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

অর্থঃ «আমি কি মুসলিমদের সাথে অপরাধীদের (কাফিরদের) মত আচরণ করব? তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?» [সুরা ক্বালামঃ ৩৫-৩৬], তিনি ﷻ আরো বলেনঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

অর্থঃ «যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? অথবা আমি কি তাকওয়া অবলম্বনকারী আর অপরাধিদেরকে সমান গণ্য করব?» [সুরা ছোয়াদঃ ২৮]

পাঁচ) দেশাত্ববাদ আক্রমণাত্মক জিহাদকে বিনষ্ট করে:

জিহাদ দুই প্রকার- প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক।

আক্রমণাত্মক জিহাদ হলো- আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের ভুমিতে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করা। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের ধারণায়, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশীয় সীমানার প্রতিরক্ষা করাই হলো জিহাদ। তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য জাতীয় ভূ-ঐক্য ঠিক রাখা ও দেশীয় ভূখন্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অপরদিকে সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী রাস্ট্রের কাফেরদের আক্রমণ করলে তাদের দৃষ্টিতে এটা হবে প্রতিবেশী রাস্ট্রের "জাতীয় নিরাপত্তার" উপর আগ্রাসন ও সীমালঙ্ঘন, "বিশ্বশান্তি" বিনষ্টকরণ, "প্রতিবেশী রাষ্ট্রের" সাথে দুর্ব্যবহার এবং ঐ রাস্ট্রের "অভ্যন্তরীন বিষয়ে" হস্তক্ষেপ!!

দেশাত্ববাদের এসব নীতি সরাসরি ফরজ জিহাদকে বাঁধাগ্রস্ত করে। প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আইনের শাসন, শিরকের মুলৎপাটন ও এক আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে সর্বত্র যুদ্ধ করার ব্যপারে দ্বীনের সুপরিচিত বিধানসমূহকে।

ছয়) দেশাত্ববাদ বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে:

এটা বহু দেশ ও বিরোধপূর্ণ জাতীয়তা তৈরি করে মুসলিমদের মাঝে বিভক্তির প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই বিভক্ত জাতি ও দেশাত্ববাদীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের মাটি, ইতিহাস ও সম্পত্তি নিয়ে গর্ব ও পক্ষপাতিত্ব (আসাবিয়্যাত) করে। দেশাত্ববাদ আরবী ও অনারবী মুসলিমদেরকে আলাদা করে দেয়। এমনকি আরবদের মধ্যে আবার ইরাকী, সিরীয়, মিশরীয় ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী বিভেদ তৈরী করে। অনারবদের মধ্যেও তুরকী কুরদী, পারসিক, বাংলী ইত্যাদি জাতীয়তাবাদে বিভক্ত করে দেয়। এধরনের বিভক্তি আল্লাহ ﷻ মুসলিমদের যে একতা ও জামাতবদ্ধতার আদেশ দিয়েছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

অর্থঃ তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ইসলাম বা কুরআন) কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না [সুরা আলে ইমরানঃ ১০৩]তাছাড়া এতে কুরআনে বর্ণিত ভ্রাতৃত্বকেও উপেক্ষা করা হয়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ